সাম্প্রদায়িকতা এ যুগের

রেজাউল করিম

ডঃ রেজাউল করিম প্রথিতযশা সাহিত্যিক ও সমালোচক। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছেন। চোখে মহাবিশ্বের অন্ধকার কিন্তু নিজস্ব ধ্যান-ধারণায় এখনও ঋজু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কিছুদিন আগে ডি.লিট দিয়ে সম্মানিত করেছেন। প্রতিবেদক বহরমপুরে তাঁর নিমতলার আবাসে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন অজয় নন্দী। বিষয় ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতার প্রাধান্য, মুসলমান বিদ্বেষ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

প্রঃ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন — এ বিষয়ে আপনার মত কি ?
উত্তর ঃ আমি একথা বিশ্বাস করি না। আমি বলি সাম্প্রদায়িকতা এ যুগের। সে যুগের লোকেরা এ কথা ভাবেওনি, চিন্তাও করেনি। তিনি লিখেছিলেন উপন্যাস, যেমন স্কট লিখেছিলেন 'আইভান হো' এবং আরও অনেক বই । তাঁরা উপন্যাস লেখার জন্যই উপন্যাস লিখেছিলেন। ইতিহাস কতটা খাঁটি কতটা ঠিক নয় — এসব নিয়ে লোকে মাথা ঘামাত না। পরবর্তী রা তার নানা ব্যাখ্যা দিয়েছে।
প্রঃ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখায় বিদেশী ঔপন্যাসিকের প্রভাব কি বেশি ?
উত্তর ঃ প্রভাব আছে। বঙ্কিমচন্দ্র স্কটের লেখা পড়েছেন। তাঁর লেখার ছাপ হয়তো কিছু কিছু বঙ্কিমের উপন্যাসে থাকতে পারে।
প্রঃ বঙ্কিম চন্দ্র কি চরিত্রাঙ্কনে কোনও উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন ?
উত্তরঃ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস লিখবার সময়্য কোন্ রাজা খারাপ কোন্ রাজ মন্দ- এসব ভেবে লেখেননি। এসব ঐতিহাসিক প্র। যেমন ঔরঙ্গজেবকে কেউ বলে ভালো কেউ বলে মন্দ। মুসলমান সমাজ তাঁকে মনে করে বিশাল লোক, ইসলামের ঝাণ্ডা ওড়ানেওয়ালা। বর্তমানে ইতিহাসের গবেষকেরা মনে করেছেন ঔরঙ্গজেবকে যতটা ভালো লোক বলে মনে করা গিয়েছিল তিনি ততটা ভালো লোক নন। হিন্দু সমাজ ঔরঙ্গজেবকে মনে করে পাষণ্ড। আমি মনে করি যারা ঔরঙ্গজেবকে খারাপ মনে করে সেটা তাদের ব্যক্তিগত মত। তার মানে এই নয় তিনি মুসলিমকে ঘৃণা করেন । সেই জন্যই বলছি এসব নিয়ে বঙ্কিমকে অভিযুক্ত করার কোন মানে নেই। আমার মনে হয় ইতিহাসে তিনি যা পেয়েছেন তা লিখেছেন।
প্রঃ এতদিন পরে এসব প্র উঠছে কেন ?
উত্তরঃ সেযুগে গবেষণা হয়নি, এ যুগে হচ্ছে। ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে এখন অনেক কথা যাচ্ছে, অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে। সে যুগে এসবের সুযোগ ছিল না। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে হিন্দুর বহুবলের কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে সেই হিন্দুরাজা মুসলমান বিদ্বেষী ছিলেন।
প্রঃ 'কাফের' শব্দটি সম্বন্ধে সাধারণের মনোভাব সুন্দর নয়। এ সম্বন্ধে আপনার কি মত ?
উত্তররঃ সাধারণ মুসলমানেরা হিন্দুদের কাফের বলে এটা অনেকে গালাগাল মনে করলেও আমি করি না। আরব দেশের ইসলাম যারা তারা ইসলামী যারা তারা ইসলামী পদ্ধতি মানে নি। যাঁরা মূর্তিপূজা করত, তাদের বলা হত কাফের। এর থেকেই তো বোঝা যায় হিন্দুদের কাফের বলা হত না। হিন্দুদের বেদ, উপনিষদে দেখা গেছে হিন্দুরাও এক্কেরবাদী। নানাভাবে নানা মতবাদ হিন্দু সমাজে ঢুকে পড়ল। হিন্দুরা প্রতিমা পূজোও করে আবার প্রতিমা পূজার বিরোধীতাও করে। যেমন ব্রাহ্ম সমাজ। অতএব হিন্দুদের কাফের বলা ঠিক নয়। পাপ করলে দণ্ড হবে একথা হিন্দু-মুসলমান

উভয়ে বিশ্বাস করে। কিন্তু হিন্দুরা পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করে, মুসলমানেরা করে না। দান্তে ' লা ডিভাইন কমেডি' বই লিখেছেন। তিনি বলেছেন যে যারা খ্রীষ্টান নয় তারা নরকে যাবে । তিনি কল্পনায় দেখেছেন মহম্মদ নরকে বসে কাঁদছে, আলি নরকে বসে কাঁদছে — সেটা তাঁর ব্যক্তিগত মতামত। তা বলে 'লা ডিভাইন' এত ভালো বই — এ বইকে কি কন্‌ডেম্‌ করতে হবে ? দান্তেকে ইসলামের শত্রু বলব? একথা ঠিক নয়।

প্রঃ বঙ্কিমচন্দ্র ইসলামকে কনডেম্‌ করেছেন?

উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র ইসলামকে কনডেম্‌ করার জন্য বই লেখেননি। তিনি উপন্যাস লিখেছেন। সেখানে নানা ঘটনা স্থান পেয়েছে। ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে হিন্দুরাজা শিবাজীর লড়াই হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঔরঙ্গজেব হিন্দুদের প্রতি সদ্‌ ব্যবহার করেছেন। ঔরঙ্গজেব হিন্দু-ব্রাহ্মণদের জমি দিয়েছেন। একটা সেটেলমেন্ট হয় রামপুহাটে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। এক হিন্দু ব্রাহ্মণ একটা দলিল নিয়ে এল, দলিলে লেখা আছে- ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য তেকে লিখেছেন অমুক গ্রামের ব্রাহ্মণ-সদ্‌ব্রাহ্মণ - তাকে এই জমি দিয়ে দিলাম। পুত্র পৌত্রাদিত্রমে ভোগ কন। এর থেকে কি মনে হয় তিনি হিন্দু বিদ্বেষী? তখন 'সেকুলার কনসেপশন' ছিল না। হিন্দু রাজা চাইত হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে, মুসলমান রাজা চাইত মুসলমান রাজ্য রক্ষা করতে।

প্রঃ ঔরঙ্গজেবের দূরদর্শিতা সম্পর্কে আপনার কি মত ?

উত্তরঃ ঔরঙ্গজেবের মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ছিল না। ঔরঙ্গজেব হিন্দুরাজ্য ধবংস করতে গোলকুণ্ডা শেষ করলেন। বিজাপুর শেষ করলেন । এদিকে ইংরেজ মাকড়সার জালের মত রাজ্যবিস্তার করছে।, বঙ্কিমচন্দ্র যদি দেখিয়ে থাকেন ঔরঙ্গজেব অদূরদর্শী তাহলে তিনি ঠিকই করেছেন।

প্রঃ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার প্রভাব ভারতের রাজনীতির ওপর পড়ছে বলে কি আপনার মনে হয়?

উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করার পরে কি সব হিন্দুরা হিন্দুমহাসভা করল, না, কংগ্রেস করল। কংগ্রেস ডাক দিল — এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস খ্রীষ্টান। কংগ্রেস হিন্দুরাজ্য স্থাপন করতে চায়নি । বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব রাজনৈতিক কার্যকলাপের উপরে পড়েছে। সবাই চেয়েছে ইংরেজ তাড়াতে, স্বাধীন হতে। কেউ মুসলমান তাড়াতে চায়নি— 'রাম রহিমকো জুদা না করে' একথা তারা বলেছিল। তাহলে বঙ্কিম কী ক্ষতি করেছেন বরং দেশের উপকার করেছেন বলেই আমার মনে হয় ।

বিশিষ্ট ব্যক্তি অজয়কুমার নন্দীর রেজাউল করিমের সাথে সাক্ষাৎকারটি — তার জন্মশতবর্ষে পুনঃপ্রচারিত হলো।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com